যুগান্তর

12 JAN-2015

ইসলামপুর বীর সাপধরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিক্ষোভ

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি

ইসলামপুরের বীর সাপধরী ফজিলা গাফফার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতিসহ দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে শনিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বই চাই, বিদ্যালয়ে শিক্ষক হাজিরা নিশ্চিত চাই, শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে এই বলে স্লোগান দিতে থাকে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী লেবুসহ দুই সহকারী শিক্ষক দেলোয়ারা বেগম ও সুমা ফেরদৌস দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন। অপর শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ তিনি মাঝে মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। এ কারণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে ওই শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতি দেখান হয়। এ কারণে শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির দ্বন্দ্বে প্রায় ২শ' শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আজাহার মণ্ডল জানান, ২০১২ সালে সাপধরী ইউনিয়নের ফকিরপাড়া এলাকাটি যমুনা নদী ভাঙনে বিলীন হয়ে যায়। পরে সরকারি বিধি মোতাবেক একই ইউনিয়নের কাশাড়ীডোবা এলাকার আমতলী গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ৩৩ শতাংশ জমি সাব কবলা রেজিস্ট্রি করে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। বিদ্যালয় চালু করায় সেখানে প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। তাদের মধ্যে ২০১৪ সালে প্রায় ১৫৩ জন শিক্ষার্থীর নামে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। অথচ শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত অনুপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করে যাচ্ছেন। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এদিকে সরকারি নিতিমালা নিয়মানুযায়ী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকাসহ শিক্ষকদের বেতন-ভাতা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন। অথচ প্রধান শিক্ষক উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের ম্যানেজ করে, নিয়মিত শিক্ষক বেতন ভাতাসহ উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করে যাচ্ছেন। অপরদিকে বিদ্যালয় স্থানান্তরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকাসত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক স্কুলে না গিয়ে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দির সন্নিকটে চর বিশরশিতে নতুন করে একটি চালা নির্মাণ করে সেখানে সব শিক্ষক নিয়ে সপ্তাহে দু'এক দিন যাতায়াত শুরু করেছেন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আজাহার মণ্ডল, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী লেবুর কাছে নতুন স্কুল করার অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি নাই বলে জানান। এদিকে জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আলীম বলেন, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে উপবৃত্তিধারী পুরনো স্কুল রেখে নতুন স্কুল করা বৈধ নয়।